

উদ্ধারকার্যে জোর,
ভেনেজুয়েলায়

২৭ জুন : ভয়াবহ ভূমিকম্পের জোড়া আঘাতে বিপর্যস্ত ভেনেজুয়েলায় উদ্ধারকাজে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার হয়েছে। শনিবার দেশটির সরকার জানিয়েছে, ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়া জীবিতদের সন্ধানে বিদেশি উদ্ধারকারী দলের প্রায় ১,৬০০ সদস্য ইতিমধ্যেই ভেনেজুয়েলায় পাঁছেছেন। একইসঙ্গে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত লা গুয়াইরা প্রদেশে প্রবেশের উপর প্রশাসন আরও কড়াকড়ি আরোপ করেছে।

চলতি সপ্তাহে আঘাত হানা পরপর দুটি শক্তিশালী ভূমিকম্পে ১০০-রও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। জনপ্রিয় সমুদ্রসৈকত এলাকা লা গুয়াইরায় অন্তত ১০০টি বহুতল আবাসন ও অন্যান্য ভবন সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধ্বংস হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা ও স্বেচ্ছাসেবকদের অভিযোগ, কয়েক দিন ধরেই উদ্ধারকাজে ভারী যন্ত্রপাতির তীব্র অভাব রয়েছে এবং সরকারি উপস্থিতিও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। ফলে ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকা জীবিতদের উদ্ধার এবং মৃতদেহ উদ্ধারের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক উদ্ধারকারী দলগুলির আগমনে উদ্ধার অভিযান আরও গতি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজ রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে দেওয়া ভাষণে জানিয়েছেন, ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত এলাকায় উদ্ধার অভিযানে আরও ১০টি দেশ

দ্বিতীয় পাতায়

ওবিসি সংরক্ষণে সংশোধনী

সোমবার বিধানসভায় বিল পেশ করবেন গৌরীশঙ্কর

তরুণিতা বিশ্বাস

২৭ জুন : রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পরেই ওবিসি বা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির সংরক্ষণে বড়সড় রদবদল ঘটতে চলেছে। বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে ওবিসি তালিকায় মুসলিম সংরক্ষণ নিয়ে যে বিস্তারিত বিতর্ক ও আইনি জটিলতা তৈরি হয়েছিল, তার অবসান ঘটাতে এবার বিধানসভায় নয়া সংশোধনী বিল আনতে চলেছে রাজ্যের বর্তমান বিজেপি সরকার। আগামী সোমবার বিধানসভায় ওবিসি সংক্রান্ত এই জোড়া বিল পেশ করতে চলেছেন রাজ্যের অনগ্রসরশ্রেণি কল্যাণ মন্ত্রী গৌরীশংকর ঘোষা। প্রসঙ্গতঃ, সোমবারই বিধানসভায় আসছে ইউসিসি ও পাসা বিলা মূলত কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে, অনগ্রসর শ্রেণির যোগ্য প্রার্থীদের আইনি অধিকার সুনিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর।

মূলত ১৯৯৩ সালের আইনের সংশোধন এনে অনগ্রসর শ্রেণি কমিশনের কার্যকারিতা আরও স্পষ্ট ও শক্তিশালী করা ই এই বিলের প্রধান লক্ষ্য। নয়া সংশোধনীতে কমিশনের সদস্যসচিব পদে যোগ্যতার পরিবর্তন করা হচ্ছে। বর্তমান আইনে এই পদে ‘সেক্রেটারি’ পদমর্যাদার আধিকারিকের কথা বলা থাকলেও, নতুন বিলে ‘জয়েন্ট সেক্রেটারি’ বা তার উর্ধ্বতন পদমর্যাদার আধিকারিককে নিয়োগ দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। পাশাপাশি কমিশনের সদস্যদের মেয়াদ, ক্ষমতা এবং দায়িত্বও নয়া সংশোধনীতে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, নয়া বিলে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে নাগরিকদের হাতে থাকবে বিশেষ ক্ষমতা। ওবিসি তালিকায় কোনও গোষ্ঠীর নাম অন্যায়ভাবে বেশি বা কম অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকলে, তা নিয়ে সরাসরি কমিশনের কাছে

আপত্তি জানানোর আইনি অধিকার পাবেন অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত সাধারণ মানুষ। নাগরিকদের আবেদন যাচাই করে কমিশন যে মতামত দেবে, সরকারকে সেটাই মানতে হবে।

রাজ্যে ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত বেশ কয়েক বছর আগেই। ২০১০ সালের আগে রাজ্যের ওবিসি তালিকায় ৬৬টি জনগোষ্ঠী ছিল। যার মধ্যে মুসলিম জনজাতি গোষ্ঠীর ১১টি এবং অমুসলিম সম্প্রদায়ের ৫৫টি গোষ্ঠী তালিকাভুক্ত ছিল। অভিযোগ, ২০১১ সালে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর বেশ কিছু মুসলিম জনজাতি গোষ্ঠীকে ওবিসি তালিকায় ঢোকানো হয়। তালিকার নতুন শ্রেণি বিন্যাসে প্রায় ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ মুসলিমপ্রধান গোষ্ঠী ঠাঁই পায়। হাইকোর্টে এই মর্মে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আত্মদীপের তরফে মামলাও করা হয়। মামলার গত ২২শে মে, ২০১৪ কলকাতা হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়ে, পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে ২০১১ সাল থেকে প্রদেয় প্রায় ৫ লক্ষ ওবিসি সার্টিফিকেট অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়। একইসঙ্গে ২০১০ সালের আগের ওবিসি তালিকা বহাল রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

কলকাতা হাইকোর্টের ওই নির্দেশের পরেই রাজ্যে শুরু হয়েছিল তীব্র রাজনৈতিক তরঙ্গ। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতের রায় মানতে অস্বীকার করেন। নাম না করে বিচারপতিদের উদ্দেশ্যে তোপ দেগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে, যাঁরা ওবিসি তালিকা থেকে মুসলিমদের নাম বাদ দিতে চায়, আমি তাঁদের রায় মানি না। প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার ইঁশিয়ারি দেন, তৎকালীন তৃণমূল সুপ্রিমো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এহেন মন্তব্যকে তোষণের রাজনীতি হিসেবে অভিহিত করে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাবি করেন, মুসলমান সম্প্রদায়কে ভোট ব্যান্ক হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছেন মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়। সেকারণেই এই ধরনের তোষণ রাজ্যজুড়ে
চালাচ্ছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ২০১২ সালের 'পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি (চাকরি ও পদে সংরক্ষণ) আইন'-এর ১৬ ও ২(এইচ) ধারার একাংশকে হাতিয়ার করে রাজ্য কার্যনির্বাহীকে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। যার ফলে বিধানসভা ও বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ার তোয়াক্কা না করেই কেবল প্রশাসনিক নির্দেশ জারির মাধ্যমে রাজ্য সরকার ওবিসি তালিকায় নতুন গোষ্ঠী যুক্ত করার এক বিশাল সুযোগ তৈরি করে। অথচ সংরক্ষণের জন্য রাজ্য অনগ্রসর শ্রেণি কমিশনের মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মতভাবে স্থানীয় ও জনতাত্ত্বিক সমীক্ষা করা বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, তৎকালীন সরকার কেবল 'সাচার কমিটি' ও 'রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশন'-এর মতো সর্বভারতীয় রিপোর্টের দোহাই দেয়া বিরোধের পূর্বেই দ্রুততার সঙ্গে ৭৭টি মুসলিম গোষ্ঠীকে ওবিসি তালিকাভুক্ত করে ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের পথ প্রশস্ত করেছিল বলেই মত প্রকাশ করেছেন আইনজীবীদের একাংশ।

এর পরিপ্রেক্ষিতে, ২০২৪ সালের ২২শে মে কলকাতা হাইকোর্ট এক ঐতিহাসিক রায়ে ২০১২ সালের আইনের অধীনে বিতর্কিত ১৬ নং ধারাটিকে বাতিল করে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে, কমিশনের নিরপেক্ষ সুপারিশ ছাড়া পেশাগত বিভাজনের মোড়কে মুসলিমদের এই অন্তর্ভুক্তি আসলে 'ক্ষমতার অপব্যবহার' এবং সম্পূর্ণ অবৈধ; যার জেরে ২০১০ সালের পর থেকে ইস্যু করা প্রায় ৫ লক্ষ ৩০ হাজার সার্টিফিকেট একসঙ্গে বাতিল হয়ে যায়। কলকাতা হাইকোর্টের এই কড়া নির্দেশকে এড়াতে তৎকালীন সরকার প্রথমে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। কিন্তু মামলা বিচারাধীন

দ্বিতীয় পাতায়

উচ্চপ্রযুক্তি ভবিষ্যত যুদ্ধাঙ্গ

কোয়ান্টাম, এআই ও জৈব রসায়নে জোর দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার

২৭ জুন : ভবিষ্যতের যুদ্ধ আর শুধু টাঙ্ক, যুদ্ধবিমান বা ক্ষেপণাস্ত্রের লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে না। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), কোয়ান্টাম প্রযুক্তি, জৈবপ্রযুক্তি এবং মহাকাশভিত্তিক সক্ষমতার সমন্বয়ই আগামী দিনের জাতীয় নিরাপত্তা ও যুদ্ধ কৌশল নির্ধারণ করবে বলে মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ভূবিজ্ঞান প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) ড. জিতেন্দ্র সিং। এই বিষয়কে নিশ্চিত করতে দেশীয় প্রযুক্তির ওপরেই জোর দেওয়ার কথা, বলেন তিনি। অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফে যেভাবে বিপক্ষ পাকিস্তানকে নাস্তানাবুদ করা হয়, তা সম্ভব হয়েছিল কেবলমাত্র প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের ফলেই। সেই প্রেক্ষিতে ড. সিং-এর এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মত প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের। নয়াদিল্লির ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে (এনডিসি) ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ গতিপথ এবং জাতীয় নিরাপত্তার ওপর তার প্রভাব’ শীর্ষক এক বিশেষ বক্তৃতায় তিনি বলেন, আধুনিক যুদ্ধের চরিত্র দ্রুত বদলে যাচ্ছে। ভবিষ্যতের সংঘাত ক্রমশ প্রচলিত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে এসে উচ্চপ্রযুক্তিনির্ভর কৌশলগত অভিযানের দিকে এগোচ্ছে। ফলে প্রযুক্তিগত সক্ষমতাই হয়ে উঠবে জাতীয় নিরাপত্তার সবচেয়ে বড় ভিত্তি। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক সংঘর্ষগুলিতে দেখা গিয়েছে, মহাকাশ প্রযুক্তি, স্যাটেলাইট নজরদারি, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, নির্ভুল আঘাত হানার প্রযুক্তি এবং তথ্যভিত্তিক দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ আধুনিক যুদ্ধের ফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতেরও প্রযুক্তিগত দিক থেকে এগিয়ে থাকা প্রয়োজন। গত এক দশকে দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের কথাও তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁর দাবি, ২০১৪ সালের তুলনায় বর্তমানে ভারতের প্রতিরক্ষা উৎপাদন প্রায় ১৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১.৫৪ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। একই সময়ে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রপ্তানি প্রায় ৩৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৩ হাজার কোটি টাকারও বেশি হয়েছে। এই সাফল্যের পেছনে দেশীয় শিল্প, স্টার্টআপ এবং বেসরকারি সংস্থাগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে তিনি জানান। বর্তমানে ১৬ হাজারেরও

বেশি ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (MSME) এবং শতাধিক স্টার্টআপ প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। ভবিষ্যতের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গুরুত্ব তুলে ধরে জিতেন্দ্র সিং জানান, স্বয়ংক্রিয় যুদ্ধ ব্যবস্থা, বুদ্ধিমান নজরদারি, শত্রুর গতিপথের ওপর আগে থেকেই নজরদারি সহ মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এআই ও মেশিন লার্নিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সামরিক প্রশিক্ষণ, যুদ্ধ পরিকল্পনা ও সম্ভাব্য হুমকি বিশ্লেষণেও এই প্রযুক্তির ব্যবহার দ্রুত বাড়বে বলেই অভিমত কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। একইসঙ্গে কোয়ান্টাম প্রযুক্তিকে আগামী দিনের কৌশলগত নিরাপত্তার অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি। কোয়ান্টাম যোগাযোগ ব্যবস্থা, কোয়ান্টাম সেলিং এবং কোয়ান্টাম ক্রিপ্টোগ্রাফি ভবিষ্যতের নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নতুন মাত্রা দেবে বলে তাঁর মত। ২০২৩ সালে জাতীয় কোয়ান্টাম মিশন চালুর মাধ্যমে ভারত এই ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছে বলেও তিনি জানান। বায়োসিকিউরিটি বা জৈব-নিরাপত্তার বিষয়েও সতর্ক করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যতে কৃত্রিমভাবে তৈরি জীবাণু বা উন্নত জৈবিক হুমকি জাতীয় নিরাপত্তার বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। তাই জৈবপ্রযুক্তি ও সিঙ্ক্রটিক বায়োলজিতে বিনিয়োগ বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। এই অভিমুখকে মাথায় রেখে সরকার, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিল্প সংস্থা, স্টার্টআপ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে আরও নিবিড় সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন তিনি। তাঁর মতে, গবেষণাগারের উদ্ভাবন দ্রুত বাস্তব প্রয়োগে রূপান্তরিত করতে পারলেই ভারতের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা আরও শক্তিশালী হবে। জাতীয় নিরাপত্তাও নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে। বক্তৃতার শেষে দেশের সশস্ত্র বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করে ড. জিতেন্দ্র সিং বলেন, সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জরুরি পরিস্থিতি এবং মানবিক সংকট মোকাবিলাতেও ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবদান অনস্বীকার্য। দেশের নিরাপত্তা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁদের আত্মত্যাগ এবং নিষ্ঠা জাতির কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।



তীব্র গরমেও, আশার এক টুকরো মেঘের ছবিটি তুলেছেন অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদকীয়

অবশেষে পথে নামার প্রস্তুতি শুরু করলেন কংগ্রেস রাজমাতা সোনিয়া গান্ধী। দীর্ঘদিন স্বেচ্ছাবসরে কাটিয়ে ২০২৯ লোকসভা নির্বাচনের আগে তিনি মাঠে নেমেছেন- হয়তো পুত্রকে ভারতের তখতে বসানোর অভিপ্রায়ে। যে প্রথার মাধ্যমে কংগ্রেস দীর্ঘকাল ক্ষমতার অলিন্দে কালাতিপাত করেছে, রাজমাতা সেই প্রেক্ষাপটটিকেই তুলে ধরার প্রচেষ্টা শুরু করেছেন। সর্বভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত রাজমাতা লিখিত সন্দর্ভের একটি ছবি এক্স হ্যান্ডেলে তুলে ধরেছেন পুত্র রাহুলা। সেই একই সন্দর্ভ থেকে কিয়দংশ তুলে, কংগ্রেসের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করা হয়েছে সকাল সকাল। তাতে দাবি করা হয়েছে, নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন ভারত গোটা বিশ্ব থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে ফেলার প্রক্রিয়াটি শেষ করেছে। প্যালেস্টাইন সমস্যাকে কেন্দ্র করে, রাজমাতা জানিয়েছেন, প্যালেস্টাইন, ইরান সহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের ‘ক্রমাবনতি’-র কথা। আশ্চর্যজনক ভাবে গাজা প্রসঙ্গে ইজরায়েল বিরোধী অক্ষের সবচাইতে সরব প্রতিনিধি পাকিস্তানকে আক্রমণ করে রাজমাতা জানিয়েছেন, যে দেশ লাগাতার সন্ত্রাসবাদীদের লালনপালন করেছে, সেই পাকিস্তান এখন সমগ্র বিশ্বে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে স্বীকৃতির দাবিদার হয়ে উঠেছে। ভারতকে সাইডলাইন করে পাকিস্তানের এই উন্নতি নাকি রাজমাতা মেনে নিতে পারছেন না। রাজমাতার লেখা সন্দর্ভ বিশ্লেষণের পূর্বে একবার পাকিস্তান-প্যালেস্টাইন প্রসঙ্গকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আতসর্কীচের তলায় ফেলার প্রয়োজনীয়তা আছে। পাকিস্তান-প্যালেস্টাইন সম্পর্কের শুরু স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে, ১৯১৭ সালের বালফোর ডিক্লারেশনের মাধ্যমে। তখনও ভারত অবিভক্ত। কিন্তু পাকিস্তানের কায়েদ-এ আজম, মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে ‘আরব’-স্বর ক্রমশ বাড়ছে উপমহাদেশ জুড়ে। বালফোর ডিক্লারেশন ও লিগ অফ নেশনসের ম্যাণ্ডেটের মাধ্যমে প্যালেস্টাইন ভূখণ্ড হস্তান্তরিত হয় ইংল্যান্ডের কাছে। প্যালেস্টাইনকে নিজেদের পিতৃভূমি দাবি করা ইহুদীরা ব্রিটিশ অনুমতিক্রমে সহজেই বসতি স্থাপনের কাজ শুরু করে। ভূখণ্ডের তৎকালীন আরব অধিবাসী এই ঘটনার

সরাসরি বিরোধিতা শুরু করলে পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে ওঠে। ১৯১৭ সালের পরে ওটোমান সাম্রাজ্য’র থেকে মিত্র শক্তির হাতে তুর্কির ক্ষমতা হস্তান্তর- ভারতে খিলাফৎ আন্দোলনের সূত্রপাত করে। খিলাফত আন্দোলন-পরবর্তী সময়ে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ প্যালেস্টাইন প্রশ্নে আরবদের অধিকার এবং প্যালেস্টাইন জাতীয়তাবাদকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। আরবদের দাবির প্রতি সংহতি প্রকাশ করতে লিগের নেতৃত্ব বিভিন্ন ধরনের প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করে। লিগ, ইহুদি অভিবাসন ও বসতি স্থাপনের বিরোধিতা করে ‘প্যালেস্টাইন ডে’ পালন পাকিস্তান সৃষ্টির পরেও, প্যালেস্টাইন প্রশ্নে পাকিস্তানের সদর্থক ভূমিকা সর্বজনবিদিত। ইতিহাস সাক্ষী প্যালেস্টাইন প্রশ্নে কংগ্রেসের ভূমিকা চিরকাল মুসলিম লিগের অনুকরণেই চলেছিল। ১৯৮৮ সালের ১৮ই নভেম্বর, রাজীব গান্ধী প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডকে সরাসরি স্বীকৃতি দেন। তবে বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণকে মাথায় রেখে, রাজমাতা একটু বাঁচিয়ে খেলার অভিপ্রায়ে, ইজরায়েলের ওপর হামাসের নিষ্পনীয় আক্রমণের কথাও কিছুটা তুলেছেন। কিন্তু সেই দাবি, পরের লাইনেই নাল অ্যান্ড ভয়েড করে, রাজমাতা বলেছেন, হামলার প্রত্যুত্তরে ইজরায়েল সেনাবাহিনীর আক্রমণ ছিল নৃশংস ও ভয়াবহ। প্রাক্তন জাস্টিস এস মুরলিধরের নেতৃত্বে গঠিত ইউএন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অফ এনকোয়ারির সদ্য প্রকাশিত রিপোর্টটি উল্লেখ করে, রাজমাতা প্রমাণ করার চেষ্টা চালিয়েছেন, পাকিস্তান, ভারতকে পেছনে ফেলে এগিয়েছে কয়েক যোজন। এই দ্বিচারিতা; এটাই ক্লাসিক কংগ্রেসি কালচার হিসেবে বিগত কয়েক দশকে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এই কালচারাল আইডেন্টিটিকে অস্বীকার করতে যে বা যাঁরা কথা বলেছেন, বা ভবিষ্যতেও বলবেন, তাঁদেরকে ভারতের লিবারাল লবি সরাসরি দাগিয়েছে অন্ধ ভক্ত বলে। আর মিডিয়া হাউসগুলি পেয়েছে গোদি মিডিয়ার তকমা। এমতাবস্থাতেও কিন্তু ইতিহাসের উপজীব্যতাকে অস্বীকার করার উপায় কংগ্রেসের কাছে এই মুহূর্তে নেই। ফলে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া কিছু এলোমেলো হাওয়া- তার ভরেই কংগ্রেসের তরী আগামী নির্বাচনে তীরে ভেড়ানোর কাজ চালাবেন সুপ্রিমো। এদিন, তিনি সেই বার্তাই দিয়েছেন।

ফের ‘হরমুজে হাহাকার’

২৭ জুন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সদ্য স্বাক্ষরিত অন্তর্বর্তী শান্তি চুক্তি কার্যত ভেঙে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। উভয় দেশই একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরতি ও সমঝোতা স্মারক লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছে। এই আবহেই শনিবার বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিবহণ করিডর হরমুজ প্রণালীতে একটি তেলবাহী ট্যাঙ্কারে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঘটনা সামনে এসেছে। ব্রিটেনের সামুদ্রিক নিরাপত্তা সংস্থা ইউকে মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস জানিয়েছে, হামলায় জাহাজটির ব্রিজ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সমস্ত নাবিক নিরাপদ রয়েছেন। এর আগে বৃহস্পতিবার একটি মালবাহী জাহাজে হামলার পর থেকেই পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির দিকে যেতে শুরু করে। ওয়াশিংটনের দাবি, শুক্রবার গভীর রাতে তারা ইরানের একাধিক সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে। জবাবে শনিবার মার্কিন বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন স্থাপনায় আঘাত হানার দাবি করেছে তেহরান। ফলে মাত্র দু’সপ্তাহ আগে যে অন্তর্বর্তী শান্তি চুক্তির মাধ্যমে চার মাসব্যাপী সংঘাতের ইতি টানার চেষ্টা হয়েছিল, তা কার্যত ভেঙে পড়ার মুখে। ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস হরমুজ প্রণালী দিয়ে ইরানের অনুমোদিত নৌপথ ব্যবহার না করায় একাধিক জাহাজের উদ্দেশ্যে সতর্কতামূলক গুলি চালিয়েছে। এর জেরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক জাহাজগুলির একাংশ এখন ইরানের অনুমতি নিয়েই প্রণালী অতিক্রমের চেষ্টা করছে বলে খবর। যদিও নির্দিষ্ট কোনও জাহাজে হামলার দায় তেহরান সরাসরি স্বীকার করেনি। সাম্প্রতিক ঘটনাবলির জেরে আন্তর্জাতিক নৌ-নিরাপত্তা জোট জয়েন্ট মেরিটাইম ইনফরমেশন সেন্টার গোটা অঞ্চলে নিরাপত্তা

সতর্কতার মাত্রা বৃদ্ধি করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্বের সমুদ্রপথে পরিবাহিত অপরিশোধিত তেলের একটি বড় অংশ হরমুজ প্রণালী দিয়েই যাতায়াত করে। ফলে এই জলপথে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হলে আন্তর্জাতিক জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং অপরিশোধিত তেলের দামের ওপর তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়তে পারে। যদিও গত দুই সপ্তাহে যুদ্ধ পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার পর তেলের দাম যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের কাছাকাছি নেমে এসেছিল। এদিকে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান স্পস্ট জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র শান্তি চুক্তির সমস্ত শর্ত মেনেই চলেছে এবং নতুন করে সংঘাতের জন্য ইরানই দায়ী। তাঁর ইঁশিয়ারি, ইরান যদি সহিংসতার পথ বেছে নেয়, তবে তার জবাবও সমান কঠোরভাবে দেওয়া হবে। অন্যদিকে, একই সময়ে ইরান-সমর্থিত হিজবুল্লাকে ঘিরে ইজরায়েল-লেবানন সংঘাতও নতুন মোড় নিয়েছে। মার্কিন মধ্যস্থতায় দুই দেশের মধ্যে একটি প্রাথমিক কাঠামোগত চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও দক্ষিণ লেবানন থেকে ইজরায়েলি সেনা প্রত্যাহার, হিজবুল্লার নিরস্ত্রীকরণ এবং সীমান্ত নিয়ন্ত্রণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে এখনও ঐকমত্য গড়ে ওঠেনি। দক্ষিণ লেবাননে ইজরায়েলের ড্রোন হামলা অব্যাহত রয়েছে বলেও খবর। আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলের মতে, হরমুজ প্রণালীতে সামুদ্রিক উত্তেজনা, ইরান-মার্কিন সংঘাত এবং ইজরায়েল-লেবানন সীমান্তে অস্থিরতা—এই তিনটি সংকট একই সঙ্গে চলতে থাকলে মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে বৃহত্তর সংঘাতের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। বিশেষ করে বিশ্বের জ্বালানি নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশ্লেষকরা।

ভেনেজুয়েলায়

প্রথম পাতার পরে

অংশ নিতে চলেছে। ক্ষতিগ্রস্ত লা গুয়াইরা প্রদেশে উদ্ধারকাজের পাশাপাশি নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখতে ইতিমধ্যেই ১৪ হাজার সেনা ও পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। ভেনেজুয়েলার বিদেশ মন্ত্রকের আধিকারিক অলিভার ব্লাঙ্কো জানান, গত কয়েক ঘণ্টায় ১৭টি বিশেষ বিমানে করে ১,৬০০-রও বেশি বিদেশি উদ্ধারকর্মী দেশে পৌঁছেছেন। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরও ২৫টি বিমানে আন্তর্জাতিক উদ্ধারকারী দল ভেনেজুয়েলায় পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ দেওয়া এক বার্তায় ব্লাঙ্কো বলেন, "এই কঠিন সময়ে ভেনেজুয়েলার পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা ও সংহতি প্রকাশ করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।" তাঁর মতে, সহযোগিতায় উদ্ধারে গতি আসবে।

কমিষনর শমিত



শমিত দত্তের স্কেচ

আগামী সংখ্যায়...

সংরক্ষণে সংশোধনী

প্রথম পাতার পরে

অধিকার, সেটা নিশ্চিত করতেই এই বিল থাকাকালীনই, তড়িঘড়ি রাজ্য কমিশনকে দিয়ে নতুন একটি দায়সারা সমীক্ষার কাজ শুরু করে তৃণমূল সরকার। ২০২৫ সালের জুন মাসে একাধিক নয়া বিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে পুনরায় বাতিল হওয়া গোষ্ঠীগুলিকেই ঘুরপথে ওরিসি তালিকায় ঢোকানো হয়। এই সংশোধনী বিল আনার চোকানো হয়। এই সংশোধনী বিল আনার তরফে পূর্বতন তৃণমূল সরকারের দুর্নীতিকেই দায়ী করা হয়েছে। অভিযোগ, সদ্য প্রাক্তন তৃণমূল সরকারের আমলে ওরিসি সংরক্ষণকে হাতিয়ার করে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। রাজনৈতিক স্বার্থে, সম্প্রদায়ভিত্তিক তোষণকে মান্যতা দিয়ে, প্রকৃত ওরিসি প্রাপকদের বঞ্চিত করা হয়। এর ফলে যোগ্য প্রার্থীরা চাকরি ও অন্যান্য জটিলতার পাকাপাকি অবসান হতে ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সুবিধা পাননি। বর্তমান ফলেছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল সরকারের দাবি, যাঁর যেটা প্রাপ্য ও ন্যায্য মহলা।

বিশ্বজুড়ে দাবদাহ

২৭ জুন : ইউরোপের একাধিক দেশে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট) অতিক্রম করেছে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, জার্মানি, ডেনমার্ক ও চেক প্রজাতন্ত্রে সর্বকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার নতুন রেকর্ড গড়েছে। পাশাপাশি সুইৎজারল্যান্ডে জুন মাসের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ডও ভেঙে গেছে। এর আগে চলতি সপ্তাহেই ফ্রান্স ও ব্রিটেনেও জুন মাসের তাপমাত্রার নতুন নজির তৈরি হয়েছিল। ইউরোপীয় আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এ ধরনের দীর্ঘস্থায়ী ও তীব্র তাপপ্রবাহ ভবিষ্যতে আরও ঘন ঘন দেখা দিতে পারে

আম রপ্তানিতে ফের সফল আপেডা

২৭ জুন : ভারতের জিআই স্বীকৃত কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের অধীনস্থ কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে মধ্যপ্রদেশের বিখ্যাত জিআই-স্বীকৃত ‘রেওয়া সুন্দরজা’ আম প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিকভাবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে রপ্তানি করা হয়েছে। এই রপ্তানির ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কৃষিপণ্যের পরিচিতি আরও বাড়বে বলে আশা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। গত কয়েক মাস ধরে মধ্যপ্রদেশ সরকারের উদ্যানপালন দপ্তর, রপ্তানিকারক সংস্থা, ফার্মার প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন, প্যাকহাউস অপারেটর এবং আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের সঙ্গে সমন্বয় করে রেওয়া সুন্দরজা আমের জন্য বিদেশি বাজার তৈরির কাজ চালিয়ে আসছিল আপেডা। সেই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে একজন ক্রেতার সঙ্গে বাণিজ্যিক সংযোগ গড়ে ওঠে।এই প্রকল্পের আওতায় ২৬ জুন এক মেট্রিক টন জিআই-স্বীকৃত রেওয়া সুন্দরজা আম এম/এস সল্ট রেঞ্জ ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড-এর মাধ্যমে বিমানপথে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে পাঠানো হয়েছে। রপ্তানি করা আম সংগ্রহ করা হয় মধ্যপ্রদেশের রেওয়া জেলার গোবিন্দগড় এলাকার প্রগতিশীল কৃষক সোন্‌ গুপ্তর কাছ থেকে। আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে ফল সংগ্রহ, গ্রেডিং, বাছাই ও রপ্তানিযোগ্য প্যাকেজিংয়ের কাজ সম্পন্ন হয় উত্তরপ্রদেশের ভাদোহিতে আপেডা-সমর্থিত ত্রিসাগর ফার্মার প্রোডিউসার কোম্পানি-র প্যাকহাউসে। প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত (ফাইটোস্যানিটারি) পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর চালানটি বারাণসী বিমানবন্দর থেকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি, এই রপ্তানির ফলে রেওয়া অঞ্চলের আমচাষিরা সরাসরি আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। স্থানীয় বাজারে যেখানে রেওয়া সুন্দরজা আমের দাম প্রতি কেজি

১০০ থেকে ১১০ টাকার মধ্যে, সেখানে রপ্তানিকারক সংস্থা চাষিদের কাছ থেকে প্রতি কেজি ১৫০ টাকা দরে আম কিনেছে। ফলে প্রতি কেজিতে অতিরিক্ত ৪০ থেকে ৫০ টাকা আয় করছেন চাষিরা। বিশেষজ্ঞদের মতে, জিআই স্বীকৃতি কোনও অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী কৃষিপণ্যের স্বতন্ত্র পরিচিতি গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রেওয়া সুন্দরজা আম অতুলনীয় মিষ্টতা, মনোরম সুগন্ধ, আঁশবিহীন শাঁস এবং স্বতন্ত্র স্বাদের জন্য ইতিমধ্যেই পরিচিত। আন্তর্জাতিক বাজারে এই আমের প্রবেশ মধ্যপ্রদেশকে প্রিমিয়াম মানের আম রপ্তানির একটি নতুন কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করবে বলেও আশা করা হচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে ২৬ জুন প্রথম বাণিজ্যিক চালানটির আনুষ্ঠানিক ফ্লাগ-অফ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের মতে, জিআই-স্বীকৃত ও মূল্য সংযোজিত কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখা, আধুনিক রপ্তানি পরিকাঠামো গড়ে তোলা এবং বিদেশি বাজারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে আপেডা ভবিষ্যতেও একইভাবে কাজ চালিয়ে যাবে। রেওয়া সুন্দরজা আমের এই রপ্তানি দেশের অন্যান্য জিআই-স্বীকৃত কৃষিপণ্যের জন্যও আন্তর্জাতিক বাজারে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহলা। অন্যদিকে, ইউরোপের উত্তর প্রান্তের দেশ আইসল্যান্ডে প্রথমবারের মতো ভারতীয় আমের প্রচার কর্মসূচির আয়োজন করল ভারত। ভারতীয় দূতাবাস এবং কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে ২৪ জুন রাজধানী রেইকিয়াভিকে এবং ২৫ জুন উত্তর আইসল্যান্ডের আকুরেইরিতে এই বিশেষ প্রচার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অতিথিদের সামনে পরিবেশন করা হয় ভারতের চারটি জনপ্রিয় আম দশেরি, চোসা, ল্যাংড়া এবং কেসরা। বর্তমানে আইসল্যান্ড মূলত থাইল্যান্ড, ব্রাজিল, কম্বোডিয়া, ঘানা ও পেরু থেকে আম আমদানি করে।